সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৭২তম সংখ্যা

জুলাই-আগস্ট ২০২৫

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
নাজমুন নাঈম

♦ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
মাহফূয আলী

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  - ইসলামী জ্ঞানের প্রতিযোগিতা : একটি আলোকিত প্রয়াস ০২
- **কুরআনের আলো** ০৩
- **হাদীছের আলো** ০৪
- **প্রবন্ধ**
  - জিহ্বার অসতর্কতার পরিণতি ০৫
  - ইলম অর্জন : গুরুত্ব ও করণীয় ১৩
- **হাদীছের গল্প**
  - খাদ্যগ্রহণ ও পাত্র ব্যবহারে সতর্কতা ১৮
- **এসো দো'আ শিখি** ১৯
- **কবিতাগুচ্ছ** ২০
- **গল্পে জাগে প্রতিভা**
  - মাঝিবিহীন নৌকা ২১
  - সকল কাজ সমান নয় ২২
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** ২৩
- **বহুমুখী জ্ঞানের আসর** ২৫
- **ইতিহাসের পাতা**
  - খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের জীবন যাপন ২৬
- **নীতিমালা** ২৯
- **সংগঠন পরিক্রমা** ৩৪
- **প্রাথমিক চিকিৎসা** ৩৫
- **ভাষা শিক্ষা** ৩৭
- **জুম'আর দিনের আদব** ৩৯

ইসলামী জ্ঞানের প্রতিযোগিতা : একটি আলোকিত প্রয়াস

ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪)*। ইসলামী জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয়, ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে শেখায় এবং একটি আলোকিত জীবন গঠনে সহায়তা করে।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে প্রতিযোগিতার আয়োজন একটি সময়োপযোগী, সুন্দর ও কল্যাণকর উদ্যোগ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সৎকর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর' *(বাক্বারাহ ২/১৪৮)*। তাই এ ধরনের প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র মেধা যাচাইয়ের মাধ্যম নয়; বরং এটি ঈমান, তাক্বওয়া ও আমলের বিকাশের এক মহৎ সুযোগ।

ইসলামী জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেমন নিজের জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, তেমনি নেক কাজের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় এবং সঠিক পথে চলার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

রাসূল (ছা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সুগম করে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন। আর জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যের মাছও' *(তিরমিযী হা/২৬৪৬)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণকর কিছু শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে রওনা হয়, তার জন্য একটি পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লেখা হয়' *(ছহীহুত তারগীব হা/৮৬)*।

স্নেহের সোনামণি বন্ধুরা! ইসলামিক জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শুধুই জ্ঞান বৃদ্ধি পায় না; বরং আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা, চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা, সময় ব্যবস্থাপনা, লক্ষ্য নির্ধারণ, মনোযোগ বৃদ্ধি, মানসিক প্রস্তুতি, চাপ মোকাবিলার কৌশল, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির মত বাস্তবজীবনের অমূল্য গুণাবলীও অর্জিত হয়। সেই সঙ্গে পুরস্কার ও স্বীকৃতির সুযোগ তো আছেই।

তাই প্রিয় সোনামণি বালক-বালিকারা! এবার আর দেরি নয়। 'সোনামণি' কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৫-এ ৭ থেকে ১৫ বছর বয়সী যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবে পসন্দসই বিষয়ের উপর। এজন্য এখনই সংগ্রহ করো প্রতিযোগিতার সিলেবাস।

এই প্রতিযোগিতা তোমাদের জন্য হয়ে উঠুক জ্ঞান, নৈতিকতা ও সাফল্যের এক উজ্জ্বল সোপান। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথে পরিচালিত করুন- আমীন!

সৎকাজ সম্পাদনে দ্রুততা

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ-

'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*।

মানুষ যেসব কাজ করে তা সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. সৎকর্ম, যা তাকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করে। আর ২. অসৎ বা পাপকর্ম, যা তাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়। তবে আল্লাহ তা'আলা অসীম দয়ালু। তিনি বান্দার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করেছেন। এজন্য সকল পাপকর্মের পর ক্ষমাপ্রার্থনার সুযোগ রেখেছেন, যাতে বান্দা ভুল করার পর আবার জান্নাতের পথে ফিরে আসতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে' *(ফুরকান ২৫/৭০-৭১)*।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হতে বলেছেন। যেমন দৌড় প্রতিযোগিতার সময় একজন অপরজন থেকে দ্রুত দৌড়ে সবার আগে শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, তেমনি যে কোন সৎকর্মে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ার বাসনা রাখতে হবে। আর অবশ্যই এই সৎকর্মসমূহ হতে হবে কেবল আল্লাহ্র ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এজন্যই আল্লাহ আয়াতের শেষে বলেন, 'যা (জান্নাত) প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য'।

এছাড়া আয়াতে আল্লাহ জান্নাতের বিশালতা বর্ণনা করেছেন, যাতে বান্দারা জান্নাত লাভের জন্য উদগ্রীব থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের যাবতীয় পাপকর্ম পরিহার করে দ্রুত গতিতে জান্নাতের পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

সৎকাজ সম্পাদনে দ্রুততা

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِيْ كَافِرًا أَوْ يُمْسِيْ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا-

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'তোমরা অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় ফিতনায় পতিত হওয়ার পূর্বে দ্রুত সৎকর্মসমূহ সম্পাদন কর। যখন একজন ব্যক্তি সকাল করবে মুমিন অবস্থায় আর সন্ধ্যা করবে কাফের অবস্থায়। অথবা সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় আর সকাল করবে কাফের অবস্থায়। সে তার দ্বীনকে দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময়ে বিক্রি করবে' *(মুসলিম হা/১১৮)*।

উল্লিখিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছা.) মুমিনদেরকে সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতে এবং দ্রুত তা সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এমন এক সময় আসবে, যখন সমাজের সর্বত্র ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। আর এই ফিতনাসমূহ মানুষকে নেক আমল থেকে বিরত রাখবে।

ফিতনাগুলো হবে এমন, যাতে হক-বাতিল, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়বে। এইসব ফিতনা হবে অন্ধকার রাতের টুকরোর মতো, যার একটির সঙ্গে আরেকটির পার্থক্য বোঝা যাবে না। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে ফিতনার তীব্রতা, ব্যাপকতা এবং মানুষের জীবনে তার ভয়াবহ প্রভাব। এমনকি একজন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, কিন্তু সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। কিংবা সন্ধ্যায় মুমিন, সকালে কাফের! তার অর্থ হল ফিতনার তীব্রতায় মানুষ একদিনেই ঈমান হারিয়ে ফেলবে। ব্যক্তি সামান্য কারণে, তুচ্ছ দুনিয়াবী লাভের জন্য নিজের দ্বীন ছেড়ে দেবে।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সৎকর্মে অগ্রসর হওয়াই এসব ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিরাপদ উপায়। তাই একজন মুমিনের উচিত ফিতনার আগেই সৎকর্মে অগ্রসর হওয়া এবং সুযোগ থাকা অবস্থায় নেক কাজ করে ফেলা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

জিহ্বার অসতর্কতার পরিণতি

ড. ইহসান ইলাহী যহীর
প্রিন্সিপাল, মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী
পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

ভূমিকা : মুমিন তার সর্বাঙ্গে ঈমানের পরিচয় বহন করে। এজন্য মুমিনের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযত করা যরূরী কর্তব্য। জিহ্বা এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কেননা মুখ ফসকে বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়লেই মহা বিপদ। অন্যায় কথা হলে তো দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হওয়ার অবস্থা হয়ে যেতে পারে। সেকারণ আমরা নিম্নে জিহ্বার ভয়াবহতা বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।

জিহ্বা ও বাকশক্তি আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নে'মত : জিহ্বা ছোট একটি অঙ্গ। কিন্তু তার দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। অনেক মানুষের জিহ্বা থাকা সত্ত্বেও বাকশক্তি না থাকার কারণে কথা বলতে পারে না। তারা সমাজে বোবা হিসাবে পরিচিতি। জিহ্বা নিয়ন্ত্রিত থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুরক্ষিত থাকে। আর জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ হারালে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এর জন্য খেসারত দিতে হয়। অথচ অনেক মানুষ জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে চূড়ান্ত গাফেল থাকে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল'। 'তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য লাভ করে' *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا، 'মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী হা/৬০১৮)*। কেননা ক্বিয়ামতের দিন জিহ্বা তার বলা প্রতিটি কথার জন্য

জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا- 'আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয় তোমার কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি আমার নিকট তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু জিহ্বা ও দু'পায়ের মধ্যস্থিত বস্তু লজ্জাস্থানের যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব' *(বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২)*। অতএব প্রতিটি ঈমানদার মুমিনের কর্তব্য হবে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নে'মত জিহ্বা ও বাকশক্তির হেফাযত করা।

প্রতিটি উচ্চারিত কথা আমলনামায় লেখা হয় : আল্লাহ বলেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ- 'যখন দু'জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমলনামা লিপিবদ্ধ করে'। 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী থাকে' *(ক্বফ ৫০/১৭-১৮)*। অতএব প্রিয় সোনামণি ভাই-বোন! আমাদের যবান যেন আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কথা-বার্তায় নিযুক্ত থাকে, প্রতিটি উচ্চারিত বাক্য যেন আমলনামায় সৎকর্ম হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

নিরবতা প্রজ্ঞার পরিচায়ক : অপ্রয়োজনে কথা বলা থেকে বিরত থাকা জ্ঞানী ব্যক্তিদের লক্ষণ। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, লোকমান হাকীম বলেন, اَلصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ 'নিরবতা প্রজ্ঞার পরিচায়ক। আর কম সংখ্যক ব্যক্তিই এরূপ হয়ে থাকে' *(হাকেম হা/৪২২)*। কোন কোন বর্ণনায় এটি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর হাদীছ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে *(বুলূগুল মারাম হা/১৪৭৮)*। কিন্তু তা ছহীহ নয়।

হাস্যরসেও মিথ্যা পরিহার্য : মুখ বা জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত পাপসমূহের মধ্যে মিথ্যা সবচেয়ে বড়। পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যে এসে অনেক সময় আমরা ইয়ারকি-দুষ্টামীবশত মিথ্যা কথা বলে ফেলি। এটাও মুমিনদের

ধ্বংসের অন্যতম কারণ। যেমন রাসূল (ছা.) বলেন, وَيْلٌ لِلَّذِىْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ 'ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি, যে হাস্যরসে মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলে। তার ধ্বংস হোক, তার ধ্বংস হোক' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯০)*। রাসূল (ছা.) উক্ত হাদীছে মিথ্যুকের বিরুদ্ধে তিনবার ধ্বংস কামনা করেছেন। অতএব যেকোন পরিস্থিতিতে মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে হবে, এমনকি হাস্যরসেও।

গীবত-তোহমত থেকে সাবধান! একদা রাসূল (ছা.) ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি জানো গীবত কি? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তিনি বলেন, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ তোমার ভাই তার সম্বন্ধে যে কথা বলা অপসন্দ করে, তা বলার নাম গীবত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আমি যা বলছি সে দোষ যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে? তিনি বললেন, إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ যদি তার মধ্যে উক্ত দোষ থাকে তবেই তো গীবত হল। আর যদি তা না থাকে তবে সেটা মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হল' *(মুসলিম হা/২৫৮৯; মিশকাত হা/৪৮২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছা.) একদিন ছাহাবীদের নিকট জানতে চেয়ে বললেন, 'তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম হা/৫৮১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 'মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, অন্যের কাছে তাই বলে বেড়ায়' *(মুসলিম হা/৫)*।

অতএব গীবত-তোহমত, নিন্দাবাদ, জিহ্বার অসদালাপ থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা যরূরী। নইলে আমাদেরকে কবীরা গুনাগার হতে হবে।

ঠাট্টা-মশকরা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, মন্দ নামে ডাকা এবং প্রলাপ বকা : কারো সাথে মন্দ কথার দ্বারা ঠাট্টা-মশকরা এবং কাউকে মন্দ নামে ডাকা নিষেধ। এই মন্দ কাজকে আল্লাহ হারাম করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা করোনা এবং পরস্পরকে মন্দ লকবে ডেকোনা। বস্তুত ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হল ফাসেকী কাজ। যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। সেকারণ রাসূল (ছা.) বলেন, بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- 'কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে' *(মুসলিম হা/২৫৬৪)*। অপরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, তার দোষ উল্লেখ করে হাস্যরস করা এবং ঠাট্টা-মশকরা করা জঘন্যতম অপরাধ।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিগণের মধ্যে কতিপয় তারা হবে, যারা তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা, যারা অত্যধিক অনর্থক ও অসার কথাবার্তা বলে ও বাজে বকে এবং অহমিকাবশত এবং দীর্ঘ সময় ধরে বড় বড় কথা বলে ও বকবক করতেই থাকে এমন নিকৃষ্ট লোক' *(তিরমিযী হা/২০১৮; মিশকাত হা/৪৭৯৭)*। সুতরাং ঠাট্টা-মশকরা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, মন্দ নামে ডাকা এবং প্রলাপ বকা ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাজ থেকে আমাদেরকে সাধ্যমতো বিরত থাকতে হবে।

গালমন্দ এবং অভিশাপ থেকে সাবধান! মানুষের নিকৃষ্ট স্বাভাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গালাগালি করা এবং অপর মানুষকে অভিশাপ দেওয়া। রাসূল (ছা.) বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী ও তার সাথে মারামারি করা কুফরী' *(বুখারী হা/৪৮; মুসলিম*

হা/১১৬)। তিনি আরও বলেন, 'নিশ্চয়ই কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ নিজের পিতা-মাতাকে অভিশাপ করা। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে আপন পিতা-মাতাকে কেউ অভিশাপ করে?' তিনি বললেন, يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ 'সে অন্য কোন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাতাকে গালি দেয়, তারপরে সেও তার মাকে গালি দেয়' *(বুখারী হা/৫৯৭৩)*। অতএব গালমন্দ এবং অভিশাপ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। নইলে গালি-গালাজ থেকে হাতাহাতি হবে। ফলে ফাসেকী থেকে এ জিহ্বাই মানুষকে কুফরীর দিকে ধাবিত করবে।

অশালীন কথা বলা বেঈমানদের আলামত : কাউকে গালমন্দ করা, অশ্লীল ও অশালীন ভাষায় কথা বলা, অভিশাপ দেওয়া খুবই নিন্দনীয় ও জঘন্য কাজ। এহেন গর্হিত কাজ থেকে ইসলাম নিষেধ করেছে। আধুনিক যুগে জিহ্বার এই সংক্রমণে প্রতিটি মানুষ আক্রান্ত। পিতা-মাতা সন্তানকে গাল-মন্দ করেন, অভিশাপ দেন। এক বন্ধু অপর বন্ধুর সাথে অশালীন বাক্যালাপ করে। এমনকি নিষ্পাপ শিশুরাও বিকালে বাহিরে খেলতে গিয়ে অশ্লীল বাক্য এমনভাবে রপ্ত করে আসে, নতুন এ গালিটাই যেন তার মুখের অনবরত বুলি। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ 'মুমিন কখনোই তিরস্কারকারী, লা'নতকারী, অশ্লীলভাষী ও নির্লজ্জ স্বভাবের হতে পারে না' *(তিরমিযী হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৪৮৪৭)*। অতএব আমরা যেন শালীনভাষী হই। জিহ্বার হেফাযত করি এবং অশালীন কথা বলে বেঈমান না হই। আমাদের আদরের সোনামণিরাও যেন জিহ্বার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

জিহ্বার বক্রতা এড়ানো যরূরী : মানুষের জিহ্বা তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই জিহ্বাকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা যরূরী। রাসূল (ছা.) বলেন, 'যখন আদম সন্তান সকালে উপনীত হয়, তখন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে বলে, اتَّقِ اللهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا 'আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

তোমার জন্যই আমরা সুপথে কিংবা বিপথে। তুমি ঠিক থাকলে আমরা ঠিক থাকি। আর তুমি বিচ্যুত হলে আমরাও বিচ্যুত হয়ে যাই' *(তিরমিযী হা/২৪০৭)*। একদা রাসূল (ছা.) ছাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে বলেন,-أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ الْأَجْوَفَانِ : الْفَمُ وَالْفَرْجُ 'তোমরা কি জানো কোন্ কোন্ বস্তু মানুষকে জাহান্নামে অধিকহারে প্রবেশ করাবে? সেগুলি হল দুই গহ্বর : মুখ ও লজ্জাস্থান' *(তিরমিযী হা/২০০৪)*। অতএব মুমিন হিসাবে আমাদেরকে যরূরী ভিত্তিতে অসার কথা, মিথ্যাচার, গীবত-তোহমত, টিটকারী, ঠাট্টা-মশকরাসহ জিহ্বার যাবতীয় বক্রতা পরিহার করতে হবে।

জিহ্বার মিথ্যা মুনাফেক্বীর সাক্ষ্য : প্রিয় সোনামণিরা, আমরা যদি আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ না করে সর্বদা মিথ্যা চর্চা করি, তাহলে এই মিথ্যাই আমাদের জাহান্নামে যাওয়ার একমাত্র কারণ হবে। কেননা রাসূল (ছা.) বলেছেন, 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে পাক্কা মুনাফিক এবং যার মধ্যে এগুলোর একটা থাকবে তার মধ্যে মুনাফেকীর একটা স্বভাব থাকবে যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। সে চারটি স্বভাব হল : (১) যখন তার নিকটে কিছু আমানত রাখা হয়, সে তাতে খেয়ানত করে (২) সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে (৩) যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে (৪) যখন ঝগড়া করে, তখন অশ্লীল কথা বলে বা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে' *(বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮)*। সুতরাং জিহ্বার মিথ্যা মুনাফেকীর সাক্ষ্য দেয়। আর মুনাফিক জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে *(নিসা ৪/১৪৫)*।

অভিসম্পাতকারীরা পরকালে বঞ্চিত : রাসূল (ছা.) বলেছেন, إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لاَ يَكُوْنُوْنَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- 'নিশ্চয় অধিক লা'নতকারীরা আখেরাতে শুপারিশকারী ও সাক্ষ্যদাতা হতে পারবে না' *(মুসলিম হা/২৫৯৮)*। আমরা যদি দুনিয়ায় অপরকে অভিসম্পাতকারী হই, তবে আখেরাতে আমরা শুপারিশকারী ও সাক্ষ্যদাতা হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হব।

মিথ্যুকের মর্মান্তিক শাস্তি : বড় একটি হাদীছের অংশে রাসূল (ছা.) বলেন, 'আমরা চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। এখানে এসে দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর

সে তার চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে নাসারন্ধ্র, চোখ ও মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। অতঃপর ঐ লোকটি শায়িত ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে এবং প্রথম দিকে যেরূপ করেছে অপরদিকেও অনুরূপ করছে। ঐ দিক শেষ হতে না হতেই প্রথম দিকটি পূর্বের ন্যায় ভালো হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথমবারের ন্যায় করছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বলেন, 'তারা হল ঐসকল ব্যক্তি, যারা সকালে নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় ও গুজব রটায়, যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে' *(বুখারী হা/৭০৪৭)*। অতএব অনলাইন-অফলাইনে, সামনে-পিছনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে মিথ্যা ও গুজব রটানো থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে।

জিহ্বার অসদালাপের ভয়াবহতা : মুমিন হিসাবে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেকোন কথা ও কাজে সাবধান হতে হবে। কেননা রাসূল (ছা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কোন বাক্য উচ্চারণ করে অথচ সে কথার গুরুত্ব সম্পর্কে সে অনবহিত। কিন্তু এ বাক্যের দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কোন কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে অসচেতন, অথচ উক্ত কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, এ কথা তাকে জাহান্নামের মধ্যে এতটা দূরত্বে নিক্ষেপ করবে, যতটা দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে রয়েছে' *(বুখারী হা/৬৪৭৮)*। অতএব মুমিন হিসাবে আমাদের কথা ও কাজে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। জিহ্বার অসদালাপ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। নাহলে এর পরিণতিতে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার দূরবর্তী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

অশ্লীলভাষীদের পরিণতি : যারা কথায় কথায় অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে, সর্বদা অশ্লীল ও অশালীন বাক্য তার জিহ্বার সাথে লেগে থাকে; তাদের জন্য মন্দ পরিণতি অপেক্ষা করছে। মু'আয (রা.) বলেন, রাসূল (ছা.) বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলে দেব না, এসবের মূলে কী? আমি বললাম, জী বলুন হে আল্লাহ্র নবী! তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, একে সংযত রাখো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা এই জিহ্বা

দ্বারা যা বলি, সবকিছুর জন্য কি আমরা (ক্বিয়ামতের দিন) পাকড়াও হব? তিনি বললেন, ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ 'তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু'আয! ক্বিয়ামতের দিন যা মানুষকে তার মুখের উপর বা নাকের উপড় টেনে-হিঁচড়ে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, তা এই মুখের অসংযত কথা ছাড়া আবার কী?' *(তিরমিযী হা/২৬১৬)*। অতএব হে বুদ্ধিমান দ্বীনী ভাই, কঠিন এই অপমানজনক আযাবের কথা চিন্তা করুন। সহ্য করতে পারবেন তো?

উপসংহার : জিহ্বা সহ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক ও সাবধান হতে হবে। যবানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জিহ্বা যেন আল্লাহ্র যিকিরে সদা আপ্লুত থাকে, সে ফিকির সর্বদা করতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

'সোনামণি প্রতিভা'র নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন!

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে 'সোনামণি প্রতিভা'। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। চলতি বছরে কাগজের মূল্য, ডাক খরচ ও আনুসঙ্গিক খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে কেবল পত্রিকার মূল্য থেকে আগত তহবিল ব্যবহার করে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সেকারণ রাসূল (ছা.)-এর আদর্শের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত রাখতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আপনাদের সহযোগিতা ছাদাকায়ে জারিয়া হিসাবে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ। ওয়াসসালাম।

-সম্পাদক।

সহযোগিতা করতে যোগাযোগ করুন- নির্বাহী সম্পাদক (০১৭১৫-৭১৫১৪৩)

ইলম অর্জন : গুরুত্ব ও কর্তব্য

আজমাঈন আদীব
বি.এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা : ধারণা করা হয়, পৃথিবীর সূচনা থেকে বর্তমান পর্যন্ত ৫০০ কোটির বেশি প্রজাতির প্রাণী জন্ম লাভ করেছে। তার মধ্যে ৯৯ ভাগই সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মাত্র ১ ভাগের অস্তিত্ব এখনো পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া আরো কত লক্ষ কোটি প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, যাদের সম্পর্কে এখনো মানুষ জানতে পারেনি। আল্লাহ্র এই বিশাল সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও মর্যাদাবান প্রাণী। এজন্য মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হল তার জ্ঞান, যা আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। জ্ঞানের কারণেই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদম (আ.)-কে সম্মানসূচক সিজদাহ করার জন্য *(বাক্বারাহ ২/৩১-৩৪)*। কিন্তু আমরা কি আল্লাহ প্রদত্ত এই অমূল্য সম্পদের যথাযথ মর্যাদা ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারছি? যদি না পারি তাহলে কেন পারছি না? আর কিভাবে এর সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে পারব? বক্ষমাণ প্রবন্ধে সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

কেন জ্ঞান অর্জন করব? জ্ঞান হল মানবজাতির সবচেয়ে বড় শক্তি এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নে'মত। আদম সন্তান ততক্ষণ শ্রেষ্ঠ থাকবে, যতক্ষণ প্রকৃত জ্ঞানার্জন ও তা বাস্তবায়নে একনিষ্ঠ থাকবে। কেননা জ্ঞানবান ও জ্ঞানহীন কখনো সমান নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ 'বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৩৯/৯)*। জ্ঞানীর মর্যাদা অজ্ঞদের তুলনায় অনেক বেশি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য আমাদের জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, আমাদের জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য কী হবে? কোন জ্ঞান অর্জন করব? আর কেনই বা তা যরূরী? নিচে আমরা তা বুঝার চেষ্টা করব।

১. আল্লাহ্র নির্দেশ পালন ও মর্যাদা লাভের জন্য : আল্লাহ তা'আলা اِقْرَأْ 'ইক্বরা' অর্থাৎ 'পড়' শব্দ দিয়েই কুরআন মাজীদ আরম্ভ করেছেন। তিনি আদম (আ.)-কে জ্ঞান দানের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাই আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়ন ও মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কেননা আল্লাহ জ্ঞানীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ 'আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। আলেমের মর্যাদা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের উপর' *(তিরমিযী হা/২৬৮৫)*।

২. ঈমান ও আমলের শুদ্ধতার জন্য : বিশুদ্ধ ঈমান ও পরিশুদ্ধ আমল মুমিন জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। যারা আল্লাহকে চিনে না, তারা ঠিকভাবে ঈমান আনতে পারে না। আল্লাহ্র পরিচয় ও ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে আল্লাহ্র ভয় ও ইবাদতে একনিষ্ঠতা অর্জিত হয় না। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে, তারাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে' *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*।

তাই সঠিক ও একনিষ্ঠ আমল করতে হলে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এছাড়াও জাতীয়-বিজাতীয় নানাবিধ ফেতনায় আমাদের সমাজ জর্জরিত। এক্ষেত্রে ভ্রান্ত আক্বীদা এবং যাবতীয় কুসংস্কার হতে দূরে থাকার জন্য জ্ঞান অর্জন করা যরূরী। অনেক মানুষ অজ্ঞতা বশত শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার মিশ্রিত ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে থাকেন। আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে আমলের পরিশুদ্ধতা আসবে না। ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেছেন, 'কাজের পূর্বে জ্ঞান। জ্ঞান হল ইমাম আর কর্ম তার অনুসারী। কোন কাজ শুদ্ধভাবে করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ তুমি তা করার পদ্ধতি সম্পর্কে না জানো। আর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই তার পদ্ধতি জানা যায়। সুতরাং জ্ঞান হল মূল এবং আমল হল শাখা' *(ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/৩০)*। আর বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল ব্যতীত জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়।

৩. ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার জন্য : জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে যেমন সঠিক ঈমান-আমলের পথে চলা যায়, তেমনি এর উপর আমল করে জান্নাতের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। রাসূল (ছা.) বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন' *(তিরমিযী হা/২৬৮২)*। আর চিরস্থায়ী জান্নাতের বাসিন্দা হতে পারাই প্রকৃত সফলতা।

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতা লাভ করা যায়। জ্ঞান মানুষকে অহংকার, লোভ-লালসা ও যাবতীয় নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে। জ্ঞান ছাড়া আমরা চিকিৎসা, প্রযুক্তি, প্রশাসন, সমাজগঠন কোন কিছুই ঠিকভাবে করতে পারব না। একজন মুসলিম তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ পালন করতে যথাযথ জ্ঞানের প্রয়োজন। তাই বলা যায়, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে কেবল পরকালীন সাফল্য নয় বরং দুনিয়াবী ফায়দাও হাছিল করা যায়।

ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞানসাধনার অনন্য উদাহরণ : জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এক বিশেষ নূর। তিনি যাকে ইচ্ছা এই নূর প্রদান করে থাকেন। তবে তিনি কোন অলস ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে এই নূর দেন না। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অধ্যবসায় ও বিপুল ধৈর্য। ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞানার্জনের জন্য যারা নিরলস পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের এই ত্যাগ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান থেকে অবশ্যই আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। নিম্নে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির ঘটনা পেশ করা হল।

১. আবু হুরায়রা (রা.) : রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর সময়ে আছহাবুছ ছুফফাহ অর্থাৎ স্বজনহারা ও নিঃস্ব কিছু ছাহাবী ছিলেন। যাদের পরার জন্য না ছিল লম্বা কাপড় আর খাওয়ার জন্য না ছিল পর্যাপ্ত খাবার। তাদেরই একজন হলেন আবু হুরায়রা (রা.)। কিন্তু তিনি তাদের একজন হয়েও রাসূলুল্লাহ (ছা.) থেকে ৫৩৭৪টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যা হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা বলে থাকেন,

রাসূলুল্লাহ (ছা.) থেকে আবু হুরায়রা বেশি বেশি হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। একথাও বলেন, মুহাজির ও আনছারদের কী হল যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছা.) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন না? মূল ব্যাপার হল এই যে, যখন আমার মুহাজির ভাইগণ বাজারে কেনা-বেচায় ব্যস্ত থাকতেন তখন আমি কোন প্রকারে আমার পেটের চাহিদা মিটিয়ে (খেয়ে বা না খেয়ে) রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নিকট পড়ে থাকতাম। তারা যখন (কাজের ব্যস্ততায়) অনুপস্থিত থাকতেন, আমি তখন উপস্থিত থাকতাম। তারা যা ভুলে যেতেন, আমি তা সংরক্ষণ করতাম' *(বুখারী হা/১৯১৯)*। এই আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠতা তাঁকে হাদীছশাস্ত্রে চির স্মরণীয় করে রেখেছে।

২. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) : আয়েশা (রা.) ইসলামের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা ছাহাবী হিসাবে পরিচিত, যিনি জ্ঞান, শিক্ষা ও ধর্মীয় জিজ্ঞাসায় অনন্যা ছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার উত্তম আদর্শ। আয়েশা (রা.) ছোট বয়সে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর ঘরে আসেন এবং তার থেকে সরাসরি কুরআন, হাদীছ, শরী'আহ, ফিকহ, ও তাফসীর শিখেন। রাসূল (ছা.) তার সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ করতেন, যা আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিল। নবী কারীম (ছা.)-এর মৃত্যু বরণের পর ছাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে তার কাছে যেতেন এবং তিনি সেগুলোর সমাধান দিতেন। তিনি নবী (ছা.)-এর কাছ থেকে ২২১০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তার এই অবদানের জন্য অনেক কঠিন থেকে কঠিনতর বিষয় আজ আমাদের জানা হয়েছে।

৩. ইমাম আবু হানীফা (রহ.) : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) জ্ঞান, অধ্যবসায় এবং পরকালকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অনন্য। তার অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি ফিকহশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য রাতে কম ঘুমিয়ে গবেষণায় মনোবিবেশ করতেন। তিনি বলতেন, 'আমি যে জ্ঞান পেয়েছি, তা রাতের সজাগতা ও দিনের ক্ষুধার বিনিময়ে' *(মানাকিবু আবী হানীফা)*। তিনি ইলম আমল করার উদ্দেশ্যে শিখতেন। নৈতিকতা, সততা ও দ্বীনদারিতা ছিল তাঁর জ্ঞানের ভিত্তি। তিনি শুধু ইলম অর্জন করেই ক্ষান্ত হননি। তার শিক্ষকের মৃত্যুর পর তিনি তার পরিবর্তে ছাত্রদের নিয়মিত দরস দিতেন।

৪. ইমাম বুখারী (রহ.) : হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অবদান অনস্বীকার্য। তাকে হাদীছ শাস্ত্রের 'আমীরুল মুমিনীন' বলা হয়। ইমাম বুখারী (রহ.) ৬ লক্ষ হাদীছ শুনে, যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৭২৯৫টি হাদীছ নিয়ে 'ছহীহুল বুখারী' সংকলন করেছিলেন। কুরআন মাজীদের পর হাদীছ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ছহীহ বা বিশুদ্ধ গ্রন্থ 'ছহীহুল বুখারী'। এজন্য তিনি ১৬ বছর ধরে মক্কা, মদীনা, বসরা, কূফা, মিসরসহ বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেছিলেন। হাদীছ বাছাইয়ের সময় তিনি প্রতিটি হাদীছের জন্য গোসল করে ২ রাক'আত নফল ছালাত পড়তেন এবং ইস্তিখারা করে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন *(তারীখু বাগদাদ ২/৪৫)*।

৫. ইবনে সীনা : ইবনে সীনা ১০ বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেন এবং ১৮ বছর বয়সে প্রখ্যাত চিকিৎসক হন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি অনেক অবদান রাখেন। তিনি নিজের ঘরে একাকী গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন এবং সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ঘুমাতেন না। তার লেখা 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব' (The Canon of Medicine) ইউরোপে ৬০০ বছর ধরে চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল পাঠ্য ছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। তার দর্শনের প্রভাব ইউরোপীয় রেনেসাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার চিন্তা, গবেষণা ও কঠোর অধ্যবসায় তাকে এক জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৬. আল-খাওয়ারিজমী : তিনি ইসলামী স্বর্ণযুগের গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনিই প্রথম বীজগণিত আবিষ্কার করেন। তার রচিত 'কিতাব আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা' বইয়ে তিনি সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। Algebra শব্দটি তার বইয়ের 'আল-জাবর' থেকেই এসেছে। তিনি ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ল্যাটিন ভাষায় তার নাম অনুসারে 'Algorithm' শব্দের উৎপত্তি। তিনি 'ছূরাতুল আরয' গ্রন্থে পৃথিবীর মানচিত্র ও অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ পদ্ধতি উন্নত করেন। ট্রিগনোমেট্রি (ত্রিকোণমিতি)-এ সাইন (Sine) ও কোসাইন (Cosine) ফাংশনের উন্নয়নে তার অবদান রয়েছে। তার বইগুলো ল্যাটিনে অনূদিত হয়ে মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিজ্ঞান বিপ্লব ঘটায়। তার 'Algorithm' ধারণা আজকের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর ভিত্তি।

-চলবে।

খাদ্যগ্রহণ ও পাত্র ব্যবহারে সতর্কতা

মাহফূয আলী
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য হালাল করেছেন উত্তম বস্তুসমূহ এবং তা রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। রাসূল (ছা.) ছিলেন এমন এক মহান শিক্ষক যিনি জীবন ঘনিষ্ঠ প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন স্পষ্ট ও সুশৃঙ্খলভাবে।

আবু ছা'লাবা আল খুশানী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি। তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি ও এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটি বৈধ হবে?

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন, 'তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে বিধান হল, যদি তুমি অন্য পাত্র পাও তাহলে তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধৌত করে নাও। তারপর তাতে আহার কর। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করেছ এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে শিকার করেছ এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ, সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছ সেটি যদি যবেহ করার সুযোগ পাও, তাহলে খেতে পার' *(বুখারী হা/৫৪৭৮)*।

শিক্ষা :

১. আহলে কিতাবদের পাত্র ব্যবহার করা বৈধ। তবে তা পরিষ্কার করে নেওয়া উত্তম।

২. শিকার করার সময় পশু যবেহ করার ন্যায় 'বিসমিল্লাহ' বলা অপরিহার্য।

৩. খাবার গ্রহণসহ যে কোন কাজ করার আগে শরী'আতের বিধান জানা যরূরী, তা হালাল-হারাম নির্ধারণে সহায়তা করে।

এসো দো'আ শিখি

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দো'আ :

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

উচ্চারণ : *রব্বি হাবলী মিল্লাদুন্কা যুররিইয়াতান তইয়্যেবাহ। ইন্নাকা সামীউদ দু'আ।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হতে একটি পূত-চরিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী' *(আলে ইমরান ০৩/৩৮)*।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

উচ্চারণ : *রব্বি হাবলী মিনাছ ছ-লিহীন।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে একটি সুসন্তান দান কর' *(ছ-ফফা-ত ৩৭/১০০)*।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

উচ্চারণ : *রব্বিজআলনী মুক্বীমাছ ছ-লা-তি ওয়া মিন যুররিইয়াতী। রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দু'আ।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ছালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! আমার দো'আ কবুল কর' *(ইব্রাহীম ১৪/৪০)*।

رَبَّنَا هَبْ لَـنَا مِنْ اَزْوَا جِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّا جْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

উচ্চারণ : *রব্বানা হাবলানা মিন আয্ওয়াজিনা ওয়া যুররিইয়াতিনা কুর্‌রতা আ'য়ুন। ওয়াজআলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষু শীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের নেতা বানাও' *(আল ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

কবিতা গুচ্ছ

ন্যায়ের পথ

মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন
পরিচালক, সোনামণি নীলফামারী-পূর্ব

এসো হে সোনামণি!
সত্য পথে চলি
ছড়ায় ছন্দে তাল মিলিয়ে
ন্যায়ের কথা বলি।

ন্যায়ের পথে থাকব মোরা
চলব জীবন ভর,
ন্যায়ের কথা বলব মোরা
হব না স্বার্থপর।

ন্যায়ের পথ দেখিয়ে গেছেন
মোদের নবীজি,
চার খলীফা অটুট ছিলেন
হাদীছে পড়েছি।

ন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে
করব না কো ভয়,
আসুক যত আযাব-গযব
ন্যায়ের হবেই জয়।

ন্যায়ের পথে না চললে
অন্যায় হবে কাল,
হারিয়ে যাবে তখন মোদের
ইহ-পরকাল।

অন্যায়ের পথ ছেড়ে দিয়ে
করি আল্লাহ্র কাম,
না হলে যে পরকালে
মিলবে জাহান্নাম।

শেষ বিকেলের প্রার্থনা

আব্দুল হাসীব
সহ-পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী সদর

ভবের দুনিয়ায় জন্মেছি আমি,
করছি কত খেলা,
নিত্য সময় হেলায় খেলায়
পার করছি বেলা।

ভাবতাম আমি এমন করেই
চলবে সারাদিন,
হাসি-আনন্দ আর খেলা-ধুলায়
দুঃখ চিন্তাহীন।

বুঝিনি কখনো আমিও যে
উড়ন্ত এক পাখি,
আমায় দেখে সবে অশ্রুসিক্ত
করবে তাদের আঁখি।

ভাবিনি কখনো আমার জীবনে
সন্ধ্যা নামবে একদিন,
শত মায়া ভালোবাসা সব
হয়ে যাবে বিলীন।

সবাই কত ভালোবাসত আমায়
তবু রেখে গেল কবরে,
আমি এখন কেমনে থাকব
অন্ধকার এই ঘরে!

এবার আসবে মুনকার নাকীর
প্রশ্ন করতে আমায়,
ইচ্ছা মতো চলেছি ভবে
এখন কি হবে উপায়!

মহান প্রভু! দয়া কর মোরে
ক্ষমার দৃষ্টিতে তাকাও,
তোমার অশেষ রহমত দিয়ে
আমায় তুমি বাঁচাও!

মাঝিবিহীন নৌকা

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

একজন নাস্তিক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। বরং সে মনে করত, এই পৃথিবী, আসমান-যমীন সবকিছু নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। কেউ এগুলোকে সৃষ্টি করেনি। একবার সে মুসলিমদেরকে এ বিষয়ে বিতর্কে চ্যালেঞ্জ করল। মুসলিমরা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আলেমকে উত্তর দেওয়ার জন্য দাওয়াত দিল। একটি নির্দিষ্ট তারিখে বিতর্কের সময় ঠিক হল।

নির্ধারিত দিনে সবাই অপেক্ষা করতে লাগল সেই আলেমের আগমনের জন্য। অনেক সময় পেরিয়ে গেল, কিন্তু তিনি আসলেন না। তখন নাস্তিক বলল, তোমাদের আলেম পালিয়ে গেছে। সে বুঝে গেছে যে, আমি তাকে পরাজিত করব এবং প্রমাণ করে দেখাব যে, এই বিশাল মহাবিশ্বের কোন স্রষ্টা নেই! ঠিক তখনই আলেম এসে পৌঁছালেন এবং দেরির জন্য ক্ষমা চাইলেন। তিনি বললেন, আমি এখানে আসার পথে নদী পার হওয়ার জন্য কোন নৌকা পাইনি। আমি নদীর তীরে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় নদীতে কিছু কাঠের টুকরো ভেসে এল এবং একে একে জড়ো হয়ে একটি সুন্দর নৌকা তৈরী হয়ে গেল। এরপর সেই নৌকা আমার কাছে এলো। আমি তাতে উঠলাম। তখন নৌকা চলতে শুরু করল। এভাবে আমি তোমাদের কাছে আসলাম।

নাস্তিক চিৎকার করে বলল, এই লোকটা তো পাগল! কিছু কাঠের টুকরো কখনো এমনিতেই জড়ো হয়ে নৌকা হতে পারে, কেউ সেটা তৈরি না করলে? আর কোন মাঝি ছাড়া উত্তাল নদীতে নৌকা চলে কীভাবে?

তখন আলেম হেসে বললেন, সেটা তুমি নিজেই বল। তুমি তো বিশ্বাস কর, এই মহাবিশ্ব আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে, কোন স্রষ্টা ছাড়াই। যদি একটি নৌকা এমনিতেই তৈরি হতে না পারে, যদি সেটা নদীতে একা একা চলতে না পারে, তাহলে এই বিশাল সুবিন্যস্ত মহাবিশ্ব কীভাবে কোন স্রষ্টা ছাড়া তৈরি হল? কীভাবে কোন প্রতিপালক ছাড়া পরিচালিত হয়?

শিক্ষা : *এই বিশাল জগৎসমূহের স্রষ্টা আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এটিই চূড়ান্ত সত্য। তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেটা মুমিনের বিশ্বাসের সারকথা।*

সকল কাজ সমান নয়

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

একজন খ্যাতনামা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (হার্টের ডাক্তার) তার গাড়ি মেরামতের জন্য একটি ওয়ার্কশপে গিয়েছিলেন। সেখানে মেকানিক তার গাড়ির ইঞ্জিন খুলে কিছু যন্ত্রাংশ বের করছিলেন এবং মেরামত করছিলেন। হঠাৎ মেকানিকের মাথায় একটি প্রশ্ন এলো। তিনি ডাক্তারকে বললেন, আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

ডাক্তার কিছুটা বিস্মিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, বলুন।

মেকানিক বললেন, আপনি মানুষের হৃদয়ে অস্ত্রোপচার করে অপারেশন করেন, আর আমিও গাড়ির ইঞ্জিনে (যাকে গাড়ির হৃদয় বলা যায়) অস্ত্র ব্যবহার করে সারাই করি। অর্থাৎ আপনি যেভাবে কাজ করেন, আমিও ঠিক সেভাবেই কাজ করি। তাহলে আপনি এত টাকা উপার্জন করেন আর আমি এতো কম উপার্জন করি কেন?

ডাক্তার মুচকি হেসে মেকানিকের কানে কানে শান্তভাবে বললেন, যদি পার গাড়ি বন্ধ না করেই গাড়ির ইঞ্জিন ঠিক কর, যেমন আমি মানুষের হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ না করেই অপারেশন করি। কারণ হার্টবিট বা হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ মারা যায়। তাছাড়া একটি গাড়ির মূল্য কখনো একজন মানুষের সমান নয়। তাই তার ঠিক করার মূল্যও সমান হবে না।

শিক্ষা :

কাজ দেখতে একরকম হলেও, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী তার মান এবং মূল্য আলাদা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো' *(তওবা ৯/১১৯)*।

মাইলস্টোন ট্রাজেডি : মানবতার এপিঠ-ওপিঠ

আবু রায়হান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

বলা হয়, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। দেশের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে শিশু-কিশোররা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় যায়। গত ২১শে জুলাই রবিবারেও যথারীতি স্কুলে গিয়েছিল রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। সেদিন দুপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান হঠাৎ করেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুলের মাঠ ও ভবনের উপরে পড়ে যায় এবং মুহূর্তেই সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। এই দুর্ঘটনায় দুইজন শিক্ষিকাসহ অনেক ছাত্র-ছাত্রী মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

৯ বছরের ছোট্ট শিশু সায়মা, মেহনাজ আখতার হুমায়রা, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ১০ বছরের আয়মান, ১৩ বছরের শিশু মুসাব্বির, ১৪ বছরের তানভীরসহ কত শিশুর দেহ মুহূর্তেই বইয়ের উপরেই লুটিয়ে পড়ে। পিতা-মাতার কোল খালি করে এক দিনের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করে দুই ভাই-বোন নাযিহা (১৩) ও নাফী (৯)। তাদের পিতা-মাতা কীভাবে সান্তনা লাভ করবে? মীর সা'দের মা তো সন্তান হারানোর বেদনা সহ্য করতে না পেরে নিজেও পৃথিবীকে বিদায় জানালেন। কত পিতা-মাতা মৃত সন্তানের চেহারাটুকুও দেখার সুযোগ পেলেন না। সন্তানের শেষ চিহ্ন হিসাবে লাভ করলেন আগুনে ঝলসানো দেহের কিছু খণ্ড অংশ। কেউ বা শার্ট-প্যান্টের কিছু ছিন্নভিন্ন অংশ দেখে সন্তানের মৃত্যু নিশ্চিত করলেন। এমন কত-শত হাহাকারের গল্প রয়েছে দেশ জুড়ে। প্রাণচঞ্চল, স্বপ্নভরা শিশু-কিশোরদের এমন মৃত্যু আমাদেরকে খুবই ব্যথিত করেছে। আমরা নিহত শিক্ষার্থীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

হাসপাতালের বিছানায় ব্যথা আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আরো কত শিশু-কিশোর। ফুসফুস, পাকস্থলি এমনকি হৃদপিণ্ড পর্যন্ত ঝলসে যাওয়া শিশু নাযিহার মাকে চিকিৎসক বলেছিলেন, আপনার সন্তানের দ্রুত মৃত্যুর জন্য দো'আ করুন। বাচ্চাটি আর এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। সেই ছোট্ট শিশু আর তার মায়ের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সাধারণ মানব হৃদয় সেই বেদনা অনুভবও করতে পারে না। আমরা সকলের দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ

সুস্থতা কামনা করছি। সেই সাথে এমন দুর্ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেজন্য সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

একটি দুর্ঘটনা কেবল একটি ঘটনা নয়। বরং একে কেন্দ্র করে ঘটে অনেক অনুঘটনা। কোনটা সাহসিকতা আর উৎসাহের। কোনটা কলংক আর লজ্জার। সেসব ছোট ছোট ঘটনায় থাকে আমাদের জন্য শিক্ষা, অনুপ্রেরণা কিংবা সতর্কবার্তা, যা আমাদের চোখ খুলে দেয়, হৃদয়কে জাগিয়ে দেয়। তেমনই দু'টি ঘটনা নিচে উপস্থাপন করছি।

১. মাইলস্টোন কলেজের শিক্ষিকা ও কো-অর্ডিনেটর মেহেরীন চৌধুরী (৪৬) দুর্ঘটনার সময় ক্লাসেই ছিলেন। আগুনের ভয়াবহতা বেড়ে গেলেও তিনি নিজে সেখান বের না হয়ে শিক্ষার্থীদের বের করার চেষ্টা করেন। বেশকিছু শিক্ষার্থীকে বের করার পর তিনি সেখানেই পড়ে যান। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসাপাতালে নিয়ে আসা হলে পরদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শিক্ষার্থীদের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন ও দুই সন্তানের মায়া ত্যাগ করে এই শিক্ষিকা রেখে গেছেন মানবতার মহান নযীর।

২. দুর্ঘটনার পর যখন উদ্ধার কাজ চলছিল, তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল পানি আর উদ্ধারকৃত শিশুদের দ্রুত চিকিৎসা। এসময় কিছু মানুষ সহযোগিতা করলেও অনেকে কেবল ভীড় করে কাজে বিঘ্নতা ঘটিয়েছেন। মানুষের বিপদে অসহায়ত্বের সুযোগে কোন কোন ব্যবসায়ী ১৫-২০ টাকা মূল্যের পানির বোতল ২০০-৩০০ টাকা দামে বিক্রি করেছেন। রিকশা চালকরা সামান্য পাঁচ মিনিটের পথের জন্য দাবী করেছেন ৪০০-৫০০ টাকা। সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই ছোট বাচ্চাদের কোলে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে কেবল মোবাইলে ভিডিও করতে ব্যস্ত ছিলেন। এসব আচরণ কেবল মানবিক দৈন্যতাই নয়। বরং পশুসূলভ নির্লজ্জতা। এ ধরনের আচরণ কখনোই কাম্য নয়।

প্রিয় সোনামণিরা! একটু চিন্তা কর। তুমি যদি কখনো কাউকে এমন বিপদে দেখ তাহলে কী করবে? তুমি কি তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে নাকি কেবল চুপচাপ দেখবে বা ভিডিও করবে? কোনটি করা উচিত? মনে রাখবে রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার অপর ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন :** সূরা ইনশিরাহ (শরহ)

১. শরহ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : উন্মুক্ত করা।

২. সূরা ইনশিরাহ কুরআনের কততম সূরা?
উত্তর : ৯৪ তম।

৩. সূরা ইনশিরাহ-এ কতটি আয়াত আছে?
উত্তর : ৮টি।

৪. সূরা ইনশিরাহ-এ কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?
উত্তর : ২৭টি শব্দ ও ১০২টি বর্ণ।

৫. সূরা ইনশিরাহ কোন সূরার পরে এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে?
উত্তর : সূরা যোহা-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৬. সূরা ইনশিরাহ-এর ১ম আয়াতে কি উন্মুক্ত করার কথা এসেছে?
উত্তর : বক্ষ বা বুক।

৭. সূরা ইনশিরাহ-এর ৪র্থ আয়াতে 'আমরা তোমার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি' দ্বারা কার আলোচনাকে বুঝানো হয়েছে?
উত্তর : মুহাম্মাদ (ছা.)-এর।

৮. সূরা ইনশিরাহ-তে 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে' আয়াতটি কতবার উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর : ২ বার।

৯. সূরা ইনশিরাহ-এর ৮নং আয়াতে আল্লাহ কখন ইবাদতে রত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন?
উত্তর : অবসর সময়ে।

১০. ফরয ইবাদতের পরে শ্রেষ্ঠ ইবাদত কোনটি?
উত্তর : তাহাজ্জুদের ছালাত।

খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের জীবন যাপন

সানজিদা খাতুন
আরবী বিভাগ (৪র্থ বর্ষ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(গত সংখ্যার পর)

মুসলিমদের হক রক্ষায় সতর্কতা

একবার খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের নিকট একদিন জর্দান থেকে দুই ঝুড়ি ভর্তি খেজুর পাঠানো হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী?

উপস্থিত ব্যক্তিরা বলল, এটা জর্দানের আমীর আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কীভাবে আনা হয়েছে?

তারা বলল, সরকারী ডাক বাহনের মাধ্যমে আনা হয়েছে (সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহৃত বাহন, যাতে বহন খরচ কম হয়)।

ওমর বললেন, আল্লাহ আমাকে মুসলিমদের তুলনায় বারীদ বাহনের অধিক হকদার করেননি। এগুলো বাইরে নিয়ে যাও এবং বাজারে বিক্রি করে দাও, আর সেই টাকা দিয়ে বারীদ বাহনের পশুদের খাবারের ব্যবস্থা কর।

তার ভাতিজা এর কর্মচারীকে ইশারা করে বললেন, যাও, যখন এগুলো বাজারে বিক্রি হবে, তখন তার দাম দিয়ে এগুলো আমার নামে কিনে নাও।

বাজারে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দুই ঝুড়ি খেজুর চৌদ্দ দিরহামে বিক্রি হল। কর্মচারী তা কিনে ওমরের ভাতিজার কাছে নিয়ে আসলেন। তিনি বললেন, একটি ঝুড়ি আমীরুল মুমিনীন (ওমর)-এর কাছে পৌঁছে দাও। আর অপরটি আমার জন্য রেখে দাও।

কর্মচারী একটি ঝুড়ি ওমরের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? কর্মচারী বললেন, আপনার ভাতিজা এই দুই ঝুড়ি খেজুর কিনেছেন। একটি আপনার জন্য পাঠিয়েছেন এবং অন্যটি নিজের জন্য রেখেছেন।

তখন ওমর বললেন, এখন আমার জন্য এগুলো খাওয়া হালাল হয়েছে।

বিলাসিতা পরিহারে শিক্ষা

মাসলামা ইবনু আব্দুল মালিক ছিলেন উমাইয়া বংশের এক সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি বেশ ধনী ছিলেন এবং খাবারের ব্যাপারে খুব বিলাসী ছিলেন। সেই সাথে প্রচুর খাদ্য অপচয়ও করতেন।

একদিন ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের কাছে মাসলামার খাবার অপচয়ের খবর পৌঁছাল। ফলে ওমর তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন। আর তাঁর জন্য শুধু ডালের ছারীদ (ডাল মিশ্রিত রুটি টুকরার ঝোল) এবং কিছু সাধারণ গোশতের খাবার তৈরি করার আদেশ দিলেন।

মাসলামা সকালে ওমরের কাছে আসলেন। ওমর তাকে সাথে নিয়ে বসিয়ে রাখলেন। সময় যত গড়াতে লাগল, মাসলামার ক্ষুধা বাড়তে থাকল। যখন মাসলামা উঠে যেতে চাইলেন, ওমর বললেন, বসে থাকো। এভাবে দুপুর পর্যন্ত তাঁকে বসিয়ে রাখলেন। শেষ পর্যন্ত যখন ওমর দেখলেন যে, মসলামা খুব বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছেন, তখন ওমর খাবার নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। একটি থালা ভর্তি ডালের ছারীদ তার সামনে রাখা হল।

মাসলামা তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করলেন। তিনি এতই ক্ষুধার্ত ছিলেন যে, কোন দিকে খেয়াল না করে দ্রুত খেয়ে ফেললেন এবং পেট ভরে গেল। এরপর ওমর আরো ভালো মানের খাবার নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। তিনি মাসলামাকে বললেন, আরো খাও। মাসলামা বললেন, না, আমি পেট ভরে খেয়েছি। আর খেতে পারব না।

তখন ওমর বললেন, তাহলে বল, তুমি এত খাবারের অপচয় করো কেন? এই সাধারণ খাবারেই তোমার চাহিদা মিটে গেল। তাহলে এত বিলাসিতা করে (জাহান্নামের) আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার কী দরকার? এরপর থেকে মাসলামা খাবারে বিলাসিতা অনেক কমিয়ে দিলেন এবং অপচয় বন্ধ করে দিলেন।

কাঠের আমানতদারিতা

একদা শীতের রাতে খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয বড় অসুবিধায় পড়লেন এবং তাঁর পানির প্রয়োজন হল। তিনি খাদেমকে গরম পানি নিয়ে আসতে বললেন। খাদেম তাঁর জন্য গরম পানি নিয়ে আসলো।

তখন খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, এই পানি কোথায় গরম করেছ? খাদেম বলল, মুসলিমদের রান্নাঘরে (রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত রান্নাঘর)। খলীফা বললেন, তুমি কি কাঠের মূল্য পরিশোধ করেছ? খাদেম বলল, না। খলীফা বললেন, তবে এই পানি নিয়ে যাও। নাহলে মুসলিমদের সম্পদ (বায়তুল মালের সম্পদ) ব্যবহারের কারণে আল্লাহ্র কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। এই পানি ব্যবহার আমার জন্য বৈধ নয়।

খলীফার একজন মন্ত্রী বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্র কসম! যদি আপনি ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আর পানি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তা অপচয় হবে। অতএব আপনি পানি ব্যবহার করুন। পরে গরম পানির মূল্য পরিশোধ করে দিয়েন।

তখন খলীফা এক কর্মকর্তাকে আদেশ দিলেন, এক হাড়ি পানি গরম করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের মূল্য হিসাব করে সেই পরিমাণ অর্থ মুসলিমদের কোষাগারে জমা করে দাও। কর্মকর্তা খলীফার আদেশ অনুযায়ী মুসলিমদের কোষাগারে কাঠের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। অতঃপর খলীফা ওমর গরম পানি ব্যবহার করলেন।

উপসংহার : খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয আমাদের জন্য অন্যতম মহান আদর্শ। তাঁর জীবন আমাদের জন্য সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমনতদারিতা, মধ্যপন্থা অবলম্বনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার এসব ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পারি, নেতা হওয়া মানে কেবল হুকুম করা নয় বরং মানুষের সেবা করা। এজন্যই আরবীতে একটি প্রবাদে বলা হয়, سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ 'জাতির নেতা তাদের সেবক'। যে যত বড় দায়িত্বশীর, সে জাতির সেবায় তত বেশি নিয়োজিত। আল্লাহ আমাদেরকে এসব উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী শিক্ষা করে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের তাওফীক দান করুন- আমীন!

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৫

নীতিমালা

ক- গ্রুপ

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ বা তার পরে হতে হবে)।

☆ **আবশ্যিক বিষয় :** মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

ক. আক্বীদা (সাধারণ জ্ঞান ব্যতীত সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (**ক-** গ্রুপের জন্য ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত)।

খ. দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত।

নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে একজন প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা যোহা, তীন, ক্বারি'আহ, কাফিরূন ও ইখলাছ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লিখিত 'আরবী ক্বায়েদা (প্রথম ভাগ)' বইটি সংগ্রহ করবেন)*।

২. **অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

৩. **জাগরণী :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।

৪. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১**-এর ইসলামী জ্ঞান (৭-২০ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ২১-৩৩ পৃ.), উদ্ভিদ ও প্রাণী, মানবদেহ ও স্বাস্থ্য (৪০-৪৬ পৃ.), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও (৫১-৫৪ পৃ.) ও সংগঠন (৫৭-৫৮ পৃ.)।

পরীক্ষা পদ্ধতি : ১, ২ ও ৩নং বিষয়গুলো মৌখিকভাবে এবং ৪নং বিষয়টি ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে ও ১০ নম্বর লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

খ- গ্রুপ

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর পূর্বে এবং ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১০ এর পরে হতে হবে)।

☆ **আবশ্যিক বিষয় :** মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে

ক. আক্বীদা (সাধারণ জ্ঞান ব্যতীত সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (**খ-** গ্রুপের জন্য সম্পূর্ণ)।

খ. দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত।

নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে একজন প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা আ'রাফ ২০০-২০২, বনূ ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪, লোকমান ১২-১৯, আহযাব ২১, হা-মীম সাজদাহ ৩৩-৩৬ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লিখিত 'আরবী ক্বায়েদা (প্রথম ভাগ)' বইটি সংগ্রহ করবেন)*।

২. **অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

৩. **জাগরণী :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।

৪. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২**-এর ইসলামী জ্ঞান (৬-৪৮ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ৪৯-৭০ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৮৩-৯৩ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (১০৫-১০৭ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (১০৮ পৃ.)।

পরীক্ষা পদ্ধতি : ১, ২ ও ৩নং বিষয়গুলো মৌখিকভাবে এবং ৪নং বিষয়টি ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে ও ১০ নম্বর লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

গ- গ্রুপ

(কেবল জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ বা তার পরে হতে হবে)।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা আছর ও ইখলাছ।

(খ) আক্বীদা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (সম্পূর্ণ)।

(গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ।

(ঘ) ইসলামী আদব : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব।

(ঙ) দো'আ মুখস্থ : ছানা ও দো'আ মাছূরা।

পরীক্ষা পদ্ধতি : মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ- গ্রুপ

(কেবল জেনারেল বালক শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর পূর্বে এবং ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১০ এর পরে হতে হবে)।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা, নাস ও ফালাক্ব।

(খ) আক্বীদা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (সম্পূর্ণ)।

(গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ।

(ঘ) ইসলামী আদব : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব।

(ঙ) দো'আ মুখস্থ : ছানা, তাশাহহুদ ও দরূদ।

পরীক্ষা পদ্ধতি : মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা

(সকল গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১. ক ও খ গ্রুপের প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০ এবং গ ও ঘ গ্রুপের দ্বীনিয়াত বিষয়ের প্রতিটি অংশের মান হবে ২০ করে সর্বমোট ১০০।

২. ৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ২০/- (বিশ) টাকা রেজিস্ট্রেশন ফী প্রদান করে অবশ্যই অনলাইনে ফরম পূরণ করতে হবে। ফরম পূরণের সময় জন্মনিবন্ধনে উল্লিখিত নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে। অনলাইনে ফরম পূরণের ঠিকানা : sonamoni.org

৩. ফরমে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট অপশন আসবে। সেখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড অপশন দেখাবে। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে এডমিট কার্ডটি ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং শাখা, উপযেলা, যেলা ও কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। এডমিট কার্ড ছাড়া কোন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৪. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৫. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৬. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

৭. মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক থাকবেন।

৮. প্রতিটি বিষয়ে **তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।**

৯. শাখা, উপযেলা ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/ উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও পুরস্কার প্রদান করবেন।

১০. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১১. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার পর নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিযোগী নিয়ে উন্মুক্ত মঞ্চে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ৫ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

২. উপযেলা : ১২ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৩. যেলা : ১৯শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১০ই অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৫. চূড়ান্ত পর্ব : ১০ই অক্টোবর (শুক্রবার, বাদ মাগরিব)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

'সোনামণি'-এর ৫টি নীতিবাক্য

১. সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।
২. রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।
৩. নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।
৪. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।
৫. আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

২৬শে জুন বৃহস্পতিবার চৌবাড়ীয়া, তানোর, রাজশাহী : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার তানোর থানাধীন চৌবাড়ীয়া-মালশিরা ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক আব্দুন নূর। বৈঠকে উপস্থাপক ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক ও অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক আবু বকর ছিদ্দীক।

২৬শে জুন বৃহস্পতিবার হোসেনপুর, খানসামা, দিনাজপুর : অদ্য বেলা ১২-টায় যেলার খানসামা থানাধীন হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় 'সোনামণি' খানসামা উপযেলা গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি লিয়াকত আলী খানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণির কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ ও দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ জিহাদ ইসলাম। বৈঠকে উপস্থাপক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমান। বৈঠক শেষে আল-আমীন ইসলামকে পরিচালক করে সোনামণি খানসামা উপযেলা গঠন করা হয়।

২৭শে জুন শুক্রবার বড়গাছী, পবা, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার পবা থানাধীন বড়গাছী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম ও মাহফূয আলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মাহফূয আরীফ ও অত্র মসজিদের ইমাম তাওহীদুর রহমান।

২৭শে জুলাই রবিবার ডুমুরিয়া, মোহনপুর, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার মোহনপুর থানাধীন ডুমুরিয়া গ্রামের মক্তবে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র থানা 'সোনামণি'র পরিচালক আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম।

স্ক্যাবিস একটি চর্মরোগ

ডা. মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, চর্ম রোগ বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

স্ক্যাবিস একটি অতিসংক্রামক চর্মরোগ। বর্তমান বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। মাইট নামক এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র পরজীবী কীটের ডিমের কারণে এই রোগ হয়। সাধারণত এটি সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়ায় এবং কখনো কখনো কাপড়চোপড় বা বিছানার চাদরের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। জনবহুল এবং অপরিচ্ছন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের এই রোগ বেশি হয়।

মাইট কী? মাইট এক ধরনের অতিক্ষুদ্র অমেরুদণ্ডী জীব। এরা দেখতে অনেকটা মাকড়সার মতো। তবে খুবই ছোট, যা খালি চোখে দেখা যায় না। মাইট বিভিন্ন পরিবেশে যেমন- মাটিতে, উদ্ভিদে, পশুর গায়ে এবং মানুষের শরীরে বাস করতে পারে। এরা ত্বকের ওপর সুড়ঙ্গ তৈরি করে ডিম পাড়ে। ফলে দেহে তীব্র চুলকানি, গুটি বা র‍্যাশ দেখা দেয়।

স্ক্যাবিসের লক্ষণসমূহ :

১. তীব্র চুলকানি হয়। বিশেষ করে রাতে অনেক বেশি চুলকানি হয়।

২. লালচে গুটি, ফুসকুড়ি বা চর্মর‍্যাশ।

৩. ত্বকে সরু সাদা বা ধূসর সুড়ঙ্গের মতো দাগ দেখা যায়। এটি মূলত মাইটের চলার চিহ্ন।

৪. চুলকানির জায়গায় ঘা বা ইনফেকশন হতে পারে।

স্ক্যাবিস যেভাবে ছড়ায় :

১. দীর্ঘ সময়ের শারীরিক সংস্পর্শ যেমন এক বিছানায় ঘুমানো।

২. ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিস তোয়ালে, চাদর, জামাকাপড় ইত্যাদি।

৩. সংক্রামিত পরিবারের সদস্যের মাধ্যমে।

৪. জনাকীর্ণ পরিবেশে (যেমন স্কুল, বোর্ডিং, আশ্রয়কেন্দ্র)।

আক্রান্ত স্থানসমূহ : সাধারণত আঙুলের ফাঁকে, কবজি, কনুই, কুচকি, নাভির চারপাশসহ শরীরের যেসব স্থানে ময়লা জমে থাকে সেসব স্থান দ্রুত আক্রান্ত হয়। ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শিশুদের ক্ষেত্রে মাথা, মুখ, হাত ও পায়ের পাতা পর্যন্ত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্ক্যাবিস নির্ণয় যেভাবে হয় : প্রথমত চিকিৎসক ত্বকের ওপর চুলকানি ও গুটি দেখে সন্দেহ করেন। অতঃপর মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ত্বকের স্ক্যার্প পরীক্ষায় মাইট বা ডিম শনাক্ত করা যেতে পারে। কখনো শুধুমাত্র উপসর্গের ভিত্তিতেই চিকিৎসা শুরু করা হয়, কারণ এটি খুবই পরিচিত রোগ।

স্ক্যাবিস থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় : স্ক্যাবিস সাধারণত খালি চোখে দেখে শনাক্ত করা যায় না। তাই এর ঘরোয়া চিকিৎসা শুরু করা কঠিন। তবে এর লক্ষণ দেখা গেলে নিচের সতর্কতাসমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. আক্রান্ত ব্যক্তির সারা শরীরে (গলা থেকে পা পর্যন্ত) রাতে ঘুমানোর আগে Permethrin ৫% ক্রিম লাগাতে হবে। লাগানোর ৮-১২ ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজন হলে এক সপ্তাহ পর আবার লাগানো যেতে পারে।

২. আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সব জামাকাপড়, চাদর, তোয়ালে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম পানিতে ধুয়ে তীব্র রোদে শুকাতে হবে।

৩. স্ক্যাবিস আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে এবং তার ব্যবহৃত তোয়ালে, বিছানা ইত্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

বিশেষ সতর্কতা : চুলকানি অনেক সময় চিকিৎসার পরও ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। এটি সংক্রমণ না বরং অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া। ওষুধ ব্যবহারের নিয়ম না মানলে পুনরায় সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। শিশু, বয়স্ক ও গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসায় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

স্ক্যাবিস একটি সাধারণ কিন্তু অবহেলিত চর্মরোগ। চিকিৎসা সহজ হলেও সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সময়মতো চিকিৎসা না নিলে এটি পরিবারের সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই স্ক্যাবিসের লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। ভুল ওষুধ বা ভুল চিকিৎসা প্রয়োগের মাধ্যমে এই রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে।

ভাষা শিক্ষা

সারওয়ার মিছবাহ
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

প্রিয় সোনামণিরা! বিগত পাঠে আমরা প্রশ্নবোধক বাক্যগঠন এবং তার উত্তর প্রদান করা শিখেছি। কিন্তু সকল বাক্য ঐ নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় না। বাংলাতেও আমরা এমন অনেক কথা বলি, যা নিয়ম অনুযায়ী হয় না। যেমন কোন ঘটনা শুনে আশ্চর্য হয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার প্রশ্ন করি, 'সত্যি?'। এছাড়া 'ঠিক আছে?', 'তাই নাকি?' প্রশ্নগুলো আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি, যেগুলো আসলে ব্যাকরণের নিয়ম মেনে গঠিত নয়। মানুষের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত।

ঠিক তেমনি আজ আমরা কিছু প্রয়োজনীয় প্রশ্নবোধক বাক্য শিখব, যা আগের নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় না। কিন্তু আরবরা এগুলো এভাবেই ব্যবহার করে। নিচের বহুল ব্যবহৃত বাক্যগুলো ভালভাবে মুখস্থ করে নাও এবং কথোপকথনের সময় ব্যবহার কর।

(প্রশ্নবোধক বাক্যসমূহ) اَلْجُمَلُ الْإِسْتِفْهَامِيَّةُ

বাংলা	আরবী
কী বললে?	مَاذَا قُلْتَ؟
সত্যি?	حَقًّا؟
ঠিক আছে?	صَحِيْحٌ؟
এর মানে কী?	مَاذَا يَعْنِيْ؟
তোমার কী হল?	مَا بِكَ؟
কী সমস্যা?	مَا الْمُشْكِلَةُ؟

বাংলা	আরবী
এটা কেমন কথা?	مَا هٰذَا الْكَلَامُ؟
আবার?	مَرَّةً أُخْرٰى؟
তাই নাকি?	أَهَكَذَا؟
রাশেদ কোথায়?	أَيْنَ رَاشِدٌ؟
কখন ছুটি?	مَتٰى الْإِجَازَةُ؟
তোমরা কেমন আছ?	كَيْفَ أَنْتُمْ؟
আজ পড়া কোথায়?	أَيْنَ الدَّرْسُ الْيَوْمُ؟
তুমি কি চাও?	مَاذَا تُرِيْدُ؟
কিছু লাগবে?	هَلْ تَحْتَاجُ شَيْئًا؟
বুঝতে পেরেছ?	هَلْ فَهِمْتَ/مَفْهُوْمٌ؟
তুমি বুঝতে পারছ না কেন?	لِمٰذَا لَا تَفْهَمُ؟
তুমি কি নাহু পড়েছ?	هَلْ دَرَسْتَ النَّحْوَ؟
তুমি কি পড়াটি লিখেছ?	هَلْ كَتَبْتَ الدَّرْسَ؟
তুমি কি খুঁজছ?	مَاذَا تَبْحَثُ؟
তুমি কিভাবে যাবে?	كَيْفَ تَذْهَبُ؟
এখন সময় কত?	كَمِ السَّاعَةُ الْآنَ؟

মসজিদের আদব

১. মসজিদে গমনকালে ওযূ করে ধীর-স্থিরভাবে চলা।

২. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো'আ পাঠ করা।

৩. তাহিইয়াতুল মসজিদ তথা মসজিদে প্রবেশ করে সময় থাকলে দু' রাক'আত ছালাত আদায় করা।

৪. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা ও হারানো জিনিস না খোঁজা।

৫. দুর্গন্ধযুক্ত কোন কিছু খেয়ে মসজিদে না যাওয়া।

৬. আযানের পরে মসজিদ থেকে বের না হওয়া।

৭. মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা।

৮. মসজিদকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার না করা।

৯. মসজিদে শোর-গোল না করা।

১০. মসজিদকে অপরিচ্ছন্ন করা থেকে বিরত থাকা।

অন্যের সমালোচনায় তুমি খুশি না হয়ে বরং বাধা দাও। কেননা অগোচরে সে তোমারও সমালোচনা করবে।

ক্বুইজ

১. মাইট দেখতে কেমন?

উঃ.....

.....

২. জান্নাত কাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে?

উঃ.....

.....

৩. কাকে হাদীছ শাস্ত্রের 'আমীরুল মুমিনীন' বলা হয়?

উঃ.....

.....

.....

.....

৪. কোন মুসলিমকে গালি দেওয়া ও তার সাথে মারামারি করা কী?

উঃ.....

.....

.....

.....

৫. যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণকর কিছু শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে রওনা হয়, তার জন্য কী পরিমাণ নেকী লেখা হয়'?

উঃ.....

.....

.....

.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২৫শে আগস্ট ২০২৫।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে (২) বনু মুছত্বালিক (৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল হাকাম (৪) আলজাজিরার একজন সাংবাদিক (৫) (ছফফাত ৩৭/১০২)।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ৬ষ্ঠ (গ) শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : নাবীল ইসলাম, ৬ষ্ঠ (ক) শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : আব্দুল্লাহ, ৩য় শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :.....
প্রতিষ্ঠান :.....
শ্রেণী :.....
ঠিকানা :.....
.....
মোবাইল :.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।